মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলী:
বিশ্ববৌদ্ধদের প্রধান তীর্থভূমি বুদ্ধগয়া
“মহাবোধি টেম্পল” এর মহাধ্যক্ষ প্রথম বাঙালি ভিক্ষু ড. বোধিপাল ‘‘জীবন ও কর্ম”

বিপ্লব বড়ুয়া

বৌদ্ধ ইতিহাস ও সংস্কৃতির কালজয়ী পুরুষ গবেষক ড. ভিক্ষু বোধিপাল। ২০২০ সালের এই দিনে পরলোকের পথে অন্তিম যাত্রা করেছেন। আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। স্মরণে-আবরণে, শোক-শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি বিনম্র চিত্তে। পৃথিবীতে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটে যাঁদের প্রজ্ঞায় দশদিক আলোকিত হয়। তেমনি একজন ব্যক্তিত্ব সদ্ধর্মসারথি প-িত ড. ভিক্ষু বোধিপাল। চেনাজগতের শতসহস্র মানুষের ভিড়ে তিনি ছিলেন অনন্য বৈশিষ্ঠ্যের একজন মানুষ। ব্যক্তি জীবন ছিল অতি সাধারণ। কর্মকুশলতায়, সদ্ধর্মচর্চা-আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনায়, প্রজ্ঞা-মেধার বিচ্ছুরণে, সাহিত্যচর্চা-গবেষনায়, যুক্তি, বাস্তব ভিত্তিক বিশ্লেষনধর্মী লেখা-বক্তৃতায়, সাংগঠনিক দক্ষতায়, সৃজনশীল ও মননশীলতায় সকল শ্রেণী পেশার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিয়ে যুগে যুগে কালে কালে আদর্শিক বাতিঘর হিসেবে বিরাজ করবে এত কোন সন্দেহ নেই। ছিলেন সংস্কার অভিলাষী, অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণের দৃঢ় প্রত্যয়ী এক সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব।

হে অনন্ত পথের যাত্রী
অমর অক্ষয়ে মহিয়ান তোমার কীর্তি।
বাতাসের শন শন ধ্বনি
স্রোতের কল কল শব্দ তরঙ্গে
বুকের পাঁজর ভেদ করে,
ঘুম ঘুম রাতে অজড় অমিয় কন্ঠ
এখনো স্পর্শ করি প্রতি মুহুর্তে,
তোমার চরণ ছোঁবো বলে।

বৌদ্ধ ইতিহাসের অনন্য প্রতিভা:

বৌদ্ধ ইতিহাসের কীর্তিমান গৌরব, অনন্য প্রতিভার অধিকারী পণ্ডিত ড. ভিক্ষু বোধিপাল ভোগ বিলাসিতার উর্দ্ধে উঠে অতি সাদামাটা জীবন প্রতিপালনে অভ্যস্ত ছিলেন। শরীরে অঙ্গসৌষ্টব্য, সৌম্যসুশ্রী অনিন্দ্য সুন্দর সদাহাস্যময় মুখাবয়ব অবলোকন করলেই যেকোন কারো মনেহতো তিনি একজন রাজপুত্র!
তাঁর মধ্যে এতবেশি পাণ্ডিত্য ছিল তড়িত গতিতে যেকোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারতেন। মানবতাবাদী বিশ্ববৌদ্ধ ধর্মীয়গুরু দালাইলামা তাঁকে ব্যাক্তিগত ভাবে চিনতেন এবং আশির্বাদ করতেন। বোধিপালের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফলতাকে ভূয়সী প্রশংসা করতেন। বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র বোধিপালই দালাইলামার মতো মহামহিম মানুষের প্রিয়ভাজন হতে পেরেছিলেন। ২০১২ সালে ভারতের বিহার রাজ্য সরকারের সার্বিক তত্ত্বাধানে পাটনায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলনে দালালাইলামা প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে ভারত-বাংলাসহ এশিয়ার বৌদ্ধ দেশগুলোর সর্বোচ্চ ১৩ জন সর্বোচ্চ ধর্মীয়গুরু এবং প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে ৪ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা সংগঠক ছিলেন ড.বোধিপাল। বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে এত বেশি দক্ষতা ছিল যে, বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধিক সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অংশ নিয়ে বিশ্বে বৌদ্ধ নেতাদের হৃদয়ের মনিকোঠায় অনন্যস্থান দখল করতে সক্ষম হন। মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শের উপর অনর্গল ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর ভাষাবোধ এত বেশি সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয় ছিল যা বর্ণনাতীত বিশ্বে বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে তথ্য তত্ত্বভিত্তিক বক্তৃতা দিতে পারতেন নগন্য সংখ্যক স্কলার, তাঁর মধ্যে বোধিপাল মহাথেরো’র নাম ছিল সবার উর্ধ্বে। তিনি জীবনে একাধিকবার ভারতের রাষ্ট্রপতি পরমানু বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালম, রাস্ট্রপতি প্রনব মুখার্যি, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সাথে একাধিক গুরুত্বপুর্ণ বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন।

ড. বোধিপাল মহাথেরো বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ট তীর্থস্থান যেখানে মহামানব গৌতমবুদ্ধ আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে কঠোর তপস্যা সাধনার মাধ্যমে যে স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন বিহার প্রদেশের বুদ্ধগয়াস্থ মহাবোধি টেম্পলের বোধিদ্রুম তলে। সরকারের মনোনিত ব্যক্তি হিসেবে ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তিনি সেই "মহাবোধি টেম্পল" এর চীফ অফ ইনচার্জ (মহাধ্যক্ষ) হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। অসাধারণ মেধা ও ব্যক্তিত্বের গুণে প্রথম বাঙালি ভিক্ষু হিসেবে এটির দায়িত্ব পেয়েছিলেন। কতটুকু পাণ্ডিত্য থাকলে এতবড় দায়িত্ব অর্পিত হয় তা সহজে অনুমেয়। একই সময়ে তিনি বিহার রাজ্য সরকারের সংখ্যালঘু কমিশনের সদস্য মনোনিত হন। তিনি ভারত সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সৃজনশীল ও জনকল্যান মুলক কাজের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এখানে বলাবাহুল্য যে, তাঁর এক অবাঙালি বন্ধুর কথা কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি বিভিন্ন নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধগয়া জাপানি "দাইজোকো বুড্ডিস্ট টেম্পলের ইনচার্জ (অধ্যক্ষ) নেপালি বংশোদ্ভুত প্রয়াত ভেনারেবেল মঙ্গলসুব্বা নামের বন্ধুটি বুদ্ধগয়া টেম্পল ম্যানেজমেন্ট কমিটিকে বোধিপাল মহাথেরোর নামটি প্রস্তাব এবং সুপারিশ করেছিলেন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিখ্যাত নালান্দা মহাবিহার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের অধীনে জাতীয়ভাবে অনুষ্ঠিত মহামানব বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২৫৫০ তম বার্ষিকী বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য ছিলেন। কলকাতা ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ও বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মৃত্যুর পুর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কৃপাশরণ কন্টিনেন্টাল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ, কলকাতা মহাবোধি সোসাইটি অব ভারতের গভর্নিংবডির সদস্য, ভেনা: মঙ্গলসুব্বার প্রতিষ্ঠান কালচিনি করুণা চ্যারিটেবলের সভাপতি, কালচিনিতে "করুণা বিদ্যাপীঠ নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন সেখানে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় পড়ানো হয়। আন্তর্জাতিক ব্রাদারহুড মিশনের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান "করুণা" ডিব্রুগড়, আসাম শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া দিল্লী, কলকাতা, বিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম, দার্জিলিং, শিলং, শিলিগুড়ি সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সেবামুলক কার্যক্রমের সাথে বোধিপাল মহাথেরো নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার বিশিষ্ট সমাজকর্মি, ব্যবসায়ী চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার শ্রী অভিজিৎ চৌধুরীর আর্থিক সহায়তা ও অনুপ্রেরণা এবং বোধিপাল মহাথেরো'র উদ্যোগে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে শান্তিনিকেতন পশ্চিমবঙ্গে " বৌদ্ধ যুব উৎসব"এর আয়োজন করেন। যা এপার বাংলা-ওপার বাংলার সকলের কাছে বেশ প্রশংসিত হয়।

পারিবারিক পরিচিতি, শিক্ষা ও গৃহত্যাগ :

মহান পূণ্যপুরুষ ড. ভিক্ষু বোধিপাল মহাথেরো'র ১ম মৃত্যুবার্ষিকীতে অতলান্ত গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। বিগত ২০২০ সালের ২৭ জুলাই বিশ্বব্যাপী লক্ষ-কোটি ভক্ত অনুরাগিদের শোক সাগরে ভাসিয়ে সকাল ৮টা ২০ মিনিটে মাত্র ৫১ বছর বয়সে কলকাতার "আমরি" হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমৃত্যু অকাতরে মানুষের সেবা করেছেন। বাংলা ইংরেজী ছাড়াও বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। মানুষের সাথে মেশার তাঁর মধ্যে ছিল অসাধারণ গুণাবলী। যদি বেঁচে থাকতেন মানুষের জন্য আরো বহু কিছু করতে পারতেন। তারপরও বলি এই বয়সে কী করেননি?
তাঁর পৈত্রিক জন্মভুমি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলাস্থ বীর পটিয়ার পুণ্যস্থান ঊনাইনপুরা গ্রামে। বংশানুক্রমে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ প-িতদের বংশধর। ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম জাগরণের অগ্রদুত বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রাচীনতম নন্দিত প্রতিষ্ঠান কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার ও ধর্মাঙ্কুর সভা'র (বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির ছিলেন তাঁর বংশেরই পরম উত্তরসুরী এবং দাদু। তাই বোধিপালের অবিরত চিন্তা চেতনায় ছিল মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা শ্রদ্ধা সম্মান এবং দুঃখ মুক্তির অগনন প্রচেষ্টা। সর্বশেষ ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংঘরাজ তাঁরই দাদু ভান্তে প-িত ধর্মসেন মহাথেরো অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে এক পলক দেখার জন্য চট্টগ্রামে ছুটে আসেন।

ড. ভিক্ষু বোধিপাল মহাথেরো'র পিতার নাম প্রদীপ রঞ্জন বড়ুয়া, মাতার নাম কুমকুম বড়ুয়া। তাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। গৃহী নাম স্বপন বড়ুয়া। বোনের নাম চম্পা আর ভাইয়ের নাম পার্থ প্রতীম বড়ুয়া। তাদের মামার বাড়ি পটিয়া উপজেলার বৌদ্ধ তীর্থস্থান ঠেগরপুনী গ্রামে। ছোটবেলা থেকে

অত্যন্ত মেধাবী ও দুরন্তপনা ছিলেন। তাই তিনি যে বিষয়ে একবার দৃষ্টি দিতেন, সেটিকে তিনি নিজের মধ্যে আয়ত্ব করে ছাড়তেন। ভারতের মেঘালয় রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চলের শিলিগুড়ি'র এর উঁচুনীচু পাহাড়ের অরণ্যের বেলাভূমিতে শৈশবের জীবন কাটিয়েছেন। জন্ম ২০ ডিসেম্বর ১৯৬৮ ইংরেজী। প্রথম সন্তানের আবির্ভাবে সেদিন মা-বাবার মনে খুশির অন্ত ছিলনা। এই ফুটেফুটে শিশুর জন্মেতে শিলংয়ের জনসমাজের মধ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি এত বেশি সুন্দর ও নাদুস নুদুস ছিল যে, তাঁকে এক নজর দেখতে দলে দলে সবাই ছুটে আসেন তাদের বাড়িতে। তারপর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তিনি একের পর এক যখন মেধার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন তখই ব্যবসায়ী বাবার মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। বাবার চিন্তায় ঢেউ খেলে, কোনো অবস্থাতে এই সন্তানকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করা যাবেনা। একদিন বাবার কথাই সত্যি হলো। বাবা ছিল ব্যবসায়ি। পরিবারে কোনো রকম অভাব অনটন ছিলনা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করে বুদ্ধের জীবন পথের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ সন্যাস জীবনে ফিরে যান। এ যেন মহামানব সিদ্ধার্থ গৌতমের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে এক মহাসন্ধিকক্ষণে কলকাতা ধমাঙ্কুর বিহারে প্রব্রজ্যা নিয়ে শ্রামন্য জীবন শুরু করেন। একই বছর ২২ জুন শিলংয়ের ভদন্ত জিনরতন মহাথেরো, ভদন্ত বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো সহ অন্যান্য পণ্ডিত ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে কর্মবীর ধর্মপাল মহাথেরোর নিকট উপসম্পদা লাভ করেন। ভিক্ষু জীবনে আসার পিছনে শিলং বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ জিনরতন মহাথেরোর উৎসাহ অনুপ্রেরণার কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তিনিই প্রথম ১৯৯০ সালে বোধিপাল ভিক্ষুকে গৃহীথাকা অবস্থায় কলকাতায় ভ্রমণে নিয়ে ধর্মাঙ্কুর বিহারের তৎকালীন অধ্যক্ষ কর্মবীর পণ্ডিত ধর্মপাল মহাথেরোর সাথে পরিচয় করে দিয়েছিলেন।
প্রায় ২৯ বছর বৌদ্ধ সন্যাস জীবনে বৌদ্ধধর্ম চর্চা, গবেষণা আচরণে নিবিষ্ট থেকে মানবমুক্তির দুঃখ লাগবের চেষ্টায় নেমে পড়েন অসাধ্য সাধনে। ধর্ম আহরণ ও বিতরণে ভারত বর্ষের নানা প্রান্তে ঘুরেছেন। যেমনি ঘুরেছিলেন কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির থেকে সংঘনায়ক কর্মবীর ধর্মপাল মহাথের, বাবাসাহেব আম্বেদকর, বিদশণাচার্য রাষ্ট্রপাল মহাথেরো'র ন্যায়। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নবরুপে,নবসাজে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের বীজ বপন করছিলেন। ভিক্ষু হওয়ার কিছুদিন পর বুদ্ধগয়া রাষ্ট্রপাল মহাথেরো প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার বুদ্ধগয়ায় অবস্থান করে রাষ্ট্রপাল মহাথেরোর কাছ থেকে ধর্ম বিনয়চর্চা শিক্ষার উপর নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখানে থেকেই "মগদ বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

শিলংয়ের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিদ্যাপীঠ "সেন্ট পিটার্স স্কুল" এ শৈশবের শিক্ষাপাঠ নিয়েছেন। এরপর "ব্রুকসাইড অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুল" থেকে মাধ্যমিক পাশ করেন। "রেইড ল্যাবেন" কলেজ থেকে বাণিজ্য বিষয়ে নিয়ে স্নাতক ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। পরবর্তিতে বিহার প্রদেশে অবস্থিত "মগধ বিশ্ববিদ্যালয়" থেকে বুড্ডিস্ট ষ্ট্যাডিজ বিষয়ের উপর স্বর্ণপদক নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। স্নাতকোত্তরে অসাধারণ ফলাফল করার কারণে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োগ দান করেন বিশ^বিদ্যাল কর্তৃপক্ষ। পরবর্তিতে তিনি একই বিষয়ের উপর পিএইচডি (ডক্টরেট) ডিগ্রি অর্জন করেন।

দান চেতনায় ভিক্ষু বোধিপাল :

তিনি ছিলেন উদার প্রকৃতির দানশীল মানুষ। যখন যেখানে গিয়েছেন সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে সর্বদা নিবেদিত ছিলেন যা তাঁর জীবনচর্চায় অবলোকন করেছি। তাঁর পৈত্রিক স্মৃতিধন্য জন্মস্থান ঊনাইনপুরা লংকারাম বিহার পটিয়া, চট্টগ্রাম পূনঃনির্মাণকালে চায়নার এক উপাসিকার সহায়তায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি একটি বিশাল অংকের অনুদান এনে দেন। ২০১২ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর কক্সবাজার রামুতে নারকীয় তান্ডবে এলাকার সমস্থ বৌদ্ধ বিহার যখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় ভিক্ষু বোধিপাল চায়নিজ এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও থাইওয়ানের দুইজন ধনাঢ্য ধার্মিক উপাসিকাকে নিয়ে রামুতে সফর করেন। তাদের সহায়তায় বিহারের জন্য নগদ সহায়তা ছাড়াও জনৈক চায়নিজ ভিক্ষুর সহযোগিতায় ২০টি শ্বেত পাথরের সৌম্যদৃষ্টি সম্পন্ন বুদ্ধমুর্তি কেন্দ্রিয় সীমা বিহারসহ স্থানীয় বৌদ্ধ বিহার গুলোতে প্রেরণ করেন। ভিক্ষু বোধিপাল মিয়ানমার সীতাগো শহরের অবস্থিত টেম্পলের বড় ভান্তে ভদন্ত ইয়ানিছারা মহাথেরোর মাধ্যমে বাংলাদেশের জৈষ্ঠ্যপুরা, তেকোটা ও রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারের জন্য বুদ্ধমূর্তি প্রেরণ করেন। ভারতের আসামে রাষ্ট্রীয় উদ্যান কাজিরাঙা, যোরহাট বৌদ্ধ বিহার, শিবসাগর জেলার থাওরা বৌদ্ধ বিহারসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন বিহারের জন্য ২০টিরও অধিক

বুদ্ধমূর্তি দান করেন। ভিক্ষু বোধিপাল বুদ্ধগয়া টেম্পলের দায়িত্ব থাকাকালিন প্রয়াত বান্দরবানের উপাঞ্চাজ্যোত থের প্রকাশ উচহ্লা ভান্তে একটি বোধিবৃক্ষের চারার জন্য বললে তাৎক্ষণিক একটি চারা ভান্তের হাতে তুলে দেন। এই বোধিবৃক্ষটি তিনি বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দিরের পাশে রোপণ করেন। দাদু কৃপাশরণ মহাস্থবির ভান্তেকে নিয়ে জীবনী ভিত্তিক একটি ডকুমেন্টারী নির্মাণ করে জনসমাজে তাঁকে অমর অক্ষয় করে রাখার চেষ্ঠা করেন।

প্রকাশনা, পুরস্কার ও সম্মাননা :

সাহিত্য, সৃজনীলতায় ড. বোধিপাল অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। এই অনন্য প্রতিভাধর দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং বিভিন্ন জার্নাল, স্যুভেনিরে তাঁর বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলায় তাঁর তেমন লেখা নাই বললেই চলে, লিখতেন ইংরেজীতে। সম্পাদনা করেছেন স্মারক গ্রন্থও। উল্লেখযোগ্য- বুদ্ধগয়ার প্রধান টেম্পল থেকে প্রকাশিত "প্রজ্ঞা"সহ একাধিক প্রকাশনা, ভারতীয় সংঘরাজ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো স্মারক প্রকাশনা "ধম্মপভা", ভারতে বড়ুয়া সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত প্রকাশনা, বেঙ্গল বুড্ডিস্ট এসোসিয়েশন কলকাতার নিউজ লেটার "ধর্মাঙ্কুর"এবং ''জগজ্জ্যোতি"সহ একাধিক প্রকাশনার সদস্য ও সম্পাদক ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনর্জন্ম পাওয়া ফুল চন্দ্র বড়ুয়া, স্যার এডুইন আর্নল্ড, অনাগারিক ধর্মপাল এবং কর্মযোগি কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে নিয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। "বুদ্ধ বন্দনা" নামের অপর একটি গ্রন্থ যেটি বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছেন। ২০০০ সালে জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড পিস সামিট", ২০০১৬ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ফেলোশিপ অব বুড্ডিস্ট, ২০১৬ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত " ভেসাক ডে", সীতাগু ইন্টারন্যাশনাল বুড্ডিস্ট একাডেমি, মিয়নমারে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সম্মেলন ছাড়াও বহুদেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এই বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব দেশি-বেদেশী বিভিন্ন সংগঠন থেকে অসংখ্য সংবর্ধনা-সম্মাননা লাভ করেন। ভিক্ষু করুনাশাস্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "আন্তর্জাতিক ব্রাদারহুড মিশন" ডিব্রুগড় আসাম থেকে "ধম্মনিধি" সম্মাননা, ওয়ার্ল্ড বুড্ডিস্ট ফেলোশিপ কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে "ওয়ার্ল্ড বুড্ডিস্ট আউট স্ট্যান্ডিং লিডার অ্যাওয়ার্ড", থাইল্যা-ের বুড্ডিস্ট সুপ্রীম সংঘ কাউন্সিল থেকে রাজকীয় সম্মাননা, ড. বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন" কর্তৃক শ্রেষ্ট সমাজসেবা পুরস্কার, "সংঘরাজ পূর্ণাচার ভিক্ষু সংসদ" পটিয়া চট্টগ্রাম কর্তৃক সম্মাননা, "বুদ্ধভারতী" শিলিগুড়ি থেকে "পিস অ্যাওর্য়াড। সদ্ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে বিশে^র প্রায় অধিকাংশ দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

অসমাপ্ত ধর্মশরণ:

ড. বোধিপাল মহাথেরো শেষ ইচ্ছা অপূর্ণতা থেকে গেল। তিনি বুদ্ধগয়াস্থ ৮০ ফিট বুদ্ধমূর্তির সামনে ২০১১ সালে নিজস্ব অর্থায়নে ৫ কাটা জমির উপর "ধর্মশরণ বিহার" নামে নিজের একটি স্বপ্নের টেম্পল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংঘরাজ ধর্মসেন মহাস্থবিরকে দিয়ে ভিত্তি প্রস্তর দিয়েছিলেন। যেখানে ইন্টারন্যাশনাল বুড্ডিস্ট কালচার সেন্টার ও বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর লাইব্রেরি গড়ে তোলার কথা, সেই কাজগুলি শেষপর্যন্ত অসমাপ্তই থেকে গেল।

ইংরেজীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার কারণে খুব কম বয়সের মধ্যে কর্মসৃজনের মাধ্যমে ভারত-বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে একজন স্বপ্ন জাগরণের প্রাণপুরুষ হিসেবে আশা জাগিয়েছিল। নিয়তির পরিহাস মৃত্যুর কাছে তাঁকে পরাজিত হতে হলো। তাঁর অকাল প্রয়াণে লক্ষ-কোটি ভক্ত অনুরাগি বিয়োগ ব্যাথা কখনো ভুলতে পারবেনা।

মানবিক বোধিপাল :

ড. ভিক্ষু বোধিপাল মহাথেরো এত বেশি মানবিক ও দরদী ছিলেন যে, ২০২০ সালের শুরুতে করোনা যখন প্রকোপ আকার ধারণ করে একই সাথে ঘুর্ণিঝড় "আম্ফান" এর শক্তিশালী আঘাতে সাধারণ মানুষ বাড়িঘর হারা হয়ে যায় তখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে হাজার হাজার অসচ্ছল

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ কাভার দিয়ে তিনি বাংলাদেশের প্রায় ৬০টিরও বেশি বৌদ্ধ বিহার ও অসংখ্য হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশে তাঁর হয়ে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন তরুন সাংঘিক ব্যক্তিত্ব ভদন্ত অক্ষয়ানন্দ ভিক্ষু। এসময় দেশে প্রবল বন্যা দেখা দেয়। একদিকে করোনার প্রবল প্রতাপ অন্যদিকে বন্যা ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে নিজ কাঁধে বহন করে বিহার থেকে বিহারে ভিক্ষুদের জন্য খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছিলেন এই ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে তখন অনেকের বিবেক নাড়া দিয়েছিল। এযেন আরেক কর্মবীরের সাহসী পদক্ষেপের অংশবিশেষ স্বচোক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। এই কর্মবীরের প্রতি স্যালুট জানাই। জীবনের কুঁড়িটি বছর বুদ্ধগয়ায় একসাথে জীবনযাপনের স্মৃতি তাঁকে বহুবছর তাড়িয়ে বেড়াবে।
মানবতাবাদী ড. বোধিপাল একজন সাধারণ বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে জাতি-ধর্ম নির্র্বিশেষে লক্ষ লক্ষ টাকার ত্রাণ দেওয়ার নজরকারা এক ইতিহাস সৃষ্টি করে গেলেন। এছাড়া ভারত-বাংলাদেশের বহু বিহারে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান দিয়ে বিহার নির্মাণে সহায়তা করেছেন। যা নমস্য ও স্মরণীয়। পতিমধ্যে করোনার কাছে হেরে গিয়ে মৃত্যু নামক ভয়াল থাবায় নিমিষে সবকিছু তছনছ করে দেয়। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য ভাই পার্থ প্রতীম বড়ুয়া (শিলিগুড়ি), ভিক্ষু অক্ষয়ানন্দ (বাংলাদেশ) সহ আরো অনেক গুণগ্রাহী সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার অন্তর্ধান নির্বাণের পূণ্যস্নানে শোভিত হোক ।

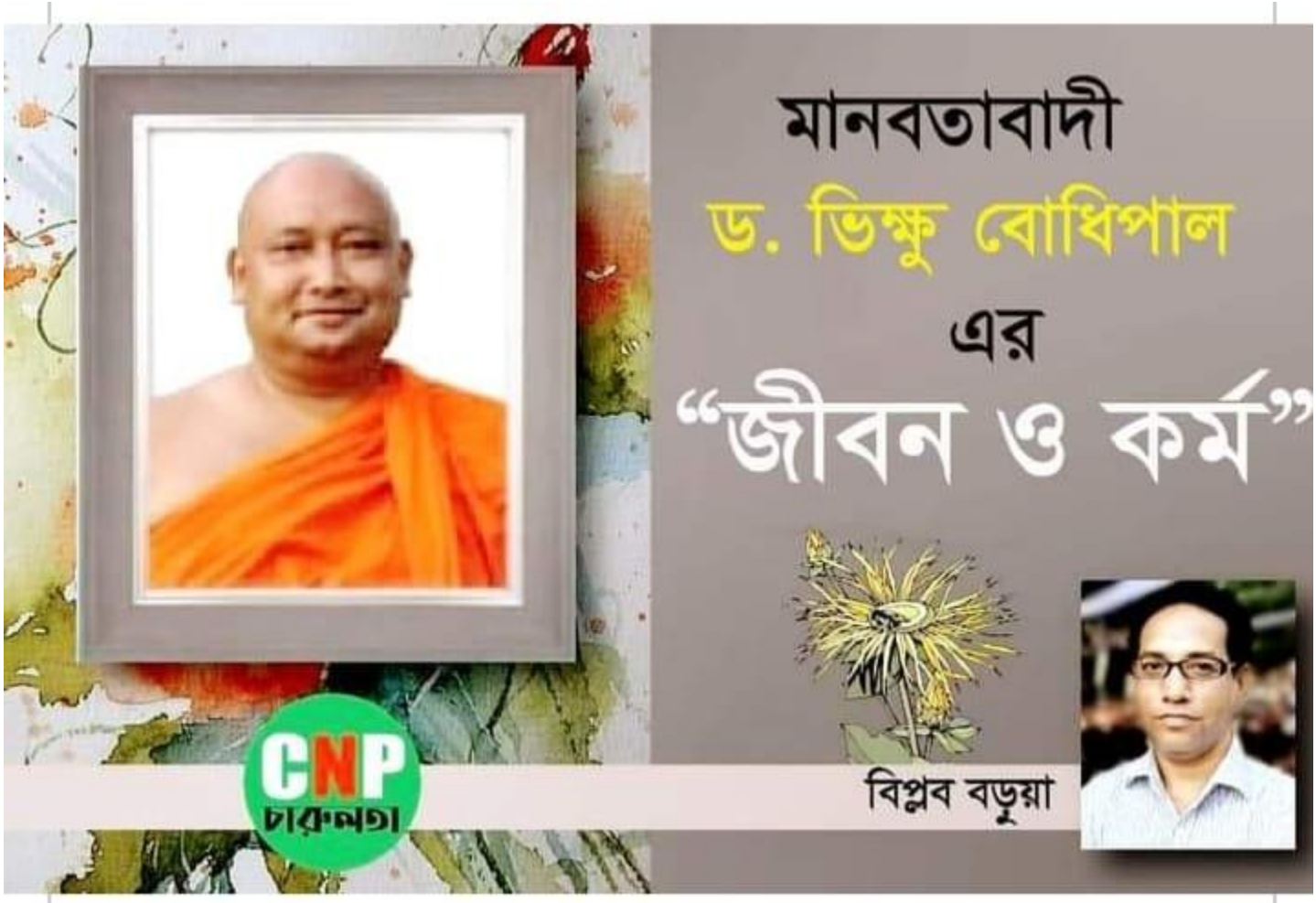

বি. দ্রষ্টব্য:

ড. ভিক্ষু বোধিপাল এর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে তথ্য ঘাটতি উপলব্ধি করেছি। লেখাটি পুর্ণতা করতে কেউ তথ্য সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করলে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকব।

লেখক: প্রাবন্ধিক-সাংবাদিক।